132

তারিখ MAR 7 1999
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৬

দৈনিক জনকণ্ঠ

সাতক্ষীরা পাবলিক লাইব্রেরি

জ্ঞানচর্চা ও মুক্তচিন্তার বিকাশে লাইব্রেরির ভূমিকা অপরিসীম। সাতক্ষীরা কেন্দ্রীয় পাবলিক লাইব্রেরি এ ভূমিকাটি পালন করে যাচ্ছে। '৬৯ সাল থেকে প্রতিষ্ঠানটির কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে আসছে। সাতক্ষীরা শহীদ আব্দুর রাজ্জাক পার্কের পূর্বপাশে সুন্দর ও মনোরম পরিবেশে লাইব্রেরিটির অবস্থান।

গত প্রায় ৩ দশক ধরে পৌরবাসীর মনন ও মানসিকতার উন্নতি সাধনে এই লাইব্রেরি বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করে আসছে। বর্তমানে লাইব্রেরির সাধারণ সদস্য এক শ' পাঁচজন এবং আজীবন সদস্য ৮৮ জন। লাইব্রেরিতে রয়েছে ৬ হাজার ৯৪টি বই। প্রতিদিন রাখা হচ্ছে সাতটি জাতীয় ও স্থানীয় দৈনিক পত্রিকা। গরিব ও মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের

শরিফুজ্জামান পিন্টু

সুবিধার্থে পাঠ্যবইও রয়েছে এ লাইব্রেরিতে। সব মিলিয়ে রকমারি বই-পুস্তক সংগ্রহের ফলে দিন দিন লাইব্রেরিটির গুরুত্ব বেড়ে যাচ্ছে। প্রতিদিন গড়ে দুই থেকে আড়াই শ' পাঠক এ লাইব্রেরিতে পড়তে আসেন। কেউবা আসেন বই নিতে, কেউবা বই ফেরত দিতে। লাইব্রেরির আশপাশে বেশ কয়েকটি স্কুল-কলেজ থাকায় ছাত্রছাত্রীরাও এ লাইব্রেরিতে পড়াশোনা করতে আসে। উপন্যাস, গল্প, কবিতা, মুক্তিযুদ্ধের বই-পুস্তক ছাড়াও স্কুল-কলেজের পাঠ্যবই থাকায় সর্বস্তরের জ্ঞানপিপাসু মানুষ কোন না কোনভাবে এ লাইব্রেরি থেকে উপকৃত হচ্ছে। লাইব্রেরির আয়ের প্রধান উৎস হচ্ছে অনুদান। সরকারী ও বেসরকারী অনুদান এবং সদস্যদের চাঁদা থেকে প্রাপ্ত অর্থ দিয়ে লাইব্রেরির কর্মকাণ্ড পরিচালিত হচ্ছে। বছরে গড়ে এক লাখ টাকা খরচ হয়। অধ্যাপক তবিবুর রহমান ছিলেন লাইব্রেরির প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক। এরপর এ্যাডভোকেট শেখ সামছুর রহমান, অধ্যক্ষ আনিসুর রহিম সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন। বর্তমান সম্পাদক অধ্যক্ষ অসিত কুমার মজুমদার। সাতক্ষীরা জেলা প্রশাসক পদাধিকার বলে কার্যকরী পরিষদের সভাপতি। লাইব্রেরিতে এক লাইব্রেরিয়ানসহ তিনজন বেতনভুক্ত কর্মচারী রয়েছে। লাইব্রেরিয়ান সৈয়দ আনিছুর রহমান জানান, দুঃখজনক হচ্ছে, সরকার এ জাতীয় লাইব্রেরির কর্মচারীদের জন্য বেতন বাবদ কোন অর্থ দেন না। অথচ একটি লাইব্রেরি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য কর্মচারী আবশ্যক। আনিছুর রহমান বলেন, সাতক্ষীরা কেন্দ্রীয় লাইব্রেরিটি বিকাল ৪টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত খোলা থাকে। এটি যাতে দুপুর ১২টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত খোলা থাকে সে জন্য তিনি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।